প্রবন্ধ

➢কোনো অংশ বা উপদান যখন কোনো একটা প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভিতর দিয়া পরস্পর অন্বিত হইয়াছে এবং একটি সমগ্রতা লাভ করিয়াছে, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

➢ প্রবন্ধের লক্ষণ

➢ গদ্যই স্বাভাবিক মাধ্যম

➢ তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার

➢যৌক্তিক পারম্পর্য

➢বিষয় ও উপস্থাপনা রীতির বৈচিত্র্য

প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ

❖১। বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়, আনুষ্ঠানিক

❖২। ব্যক্তিনিষ্ঠ, মন্ময়, ভাবপ্রধান

ব্যক্তিনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য

- যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাবনার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা
- তত্ত্ব ও তথ্যের লক্ষণীয় প্রাধান্য থাকবে
- মননের গুরুত্ব বেশি
- প্রাবন্ধিক ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবেন।
- প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে প্রাবন্ধিক থাকবেন নিরপেক্ষ
- ভাষা ব্যবহারে সতর্কতা ও সংযম
- প্রাবন্ধিক পাঠকের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে প্রবন্ধকার শিক্ষক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন।

- উদাহরণ

- অক্ষয় কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা , বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান রহস্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিদেবীর জিজ্ঞাসা

ভাবপ্রধান বা মন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য

❖যুক্তি ও মননশীলতার পরিবর্তে লেখকের হৃদয়াবেগের প্রাধান্য

❖ বিষয় বস্তু লেখকের কল্পনার রসে জারিত

❖সরস, মর্মস্পর্শী, আত্মগত ভঙ্গিতে পাঠককে লেখক কাছে টেনে নেন।

❖উদ্দেশ্যতাড়িত নয়, বরং আত্মগত ও রহস্যময়

❖মূলত ব্যক্তিগত

❖ভাষা ব্যবহারে প্রাবন্ধিক স্বাধীনতা পান।

❖উদাহরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চভূত, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, মুজতবা ‘আলির হঠাৎ আলোর ঝলকানি’, বুদ্ধদেব বসুর ‘উত্তর তিরিশ’